পদক্ষেপ
মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র

পদক্ষেপ ই-নিউজ

(পদক্ষেপ এর একটি মাসিক 'ই' সাময়িকী)

৪র্থ বর্ষ ৫৫ তম সংখ্যা সেপ্টম্বর ২০১৭

ঋণ বিতরণে হবে সাবধান, গ্যারান্টারই রাখবে সদস্যের মান।

উপজেলা নির্বাহী অফিসারের টিআর/কাবিটা কর্মসূচি সরেজমিন পরিদর্শন

ইডকল এর সহযোগিতায় পদক্ষেপ কর্তৃক সরকারী টিআর/কাবিটা কর্মসূচির আওতায় রংপুর জোনের তারাগঞ্জ উপজেলায় ১ম ও ২য় পর্যায়ে স্থাপনকৃত সোলার হোম সিস্টেম ও স্ট্রিট লাইট সমূহ পরিদর্শণ করেন তারাগঞ্জ উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোছাঃ জিলুফা সুলতানা। গত ২২ সেপ্টম্বর ২০১৭ তারিখ রাতে উপজেলা চেয়ারম্যান মোঃ আনিছুর রহমান লিটন ও উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা মোঃ মনোয়ারুল ইসলামকে নিয়ে সরেজমিন পরিদর্শন করেন তিনি। এসময় পদক্ষেপ এর তারাগঞ্জের এরিয়া ম্যানেজার মোঃ নজরুল ইসলাম, রংপুরের এরিয়া ম্যানেজার শাহ্ মোঃ এরশাদুজ্জামান, সিনিয়র অফিসার অলক কুমার বিশ্বাস ও তারাগঞ্জ ব্রাঞ্চের ম্যানেজার মোঃ রমজান আলী উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনকালীন সময়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার সরাসরি স্থানীয় জনসাধারনের সাথে সোলার এর উপকারিতা ও গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেন ও এ বিষয়ে তাদের মতামত যাচাই করেন। এলাকার উন্নয়ের অংশ হিসাবে এলাকার গুরুত্বপূর্ন স্থানে আরও কিছু স্ট্রিট লাইট স্থাপন করবেন বলে তিনি সকলকে আশ্বস্ত করেন।

রোহিঙ্গাদের ওপর সব ধরনের নির্যাতন বন্ধ করতে এনজিওদের সমন্বয়ে বিক্ষোভ মিছিল ও মানববন্ধনে পদক্ষেপ এর অংশগ্রহন

মিয়ানমারের রাখাইন প্রদেশে রোহিঙ্গাদের নির্বিচারে গণহত্যা, ধর্ষণ, নির্যাতন ও দেশত্যাগের প্রতিবাদে ফরিদপুরে বেসরকারি সংস্থা সমূহের (এনজিও) উদ্যোগে মানবন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়েছে। ১১ সেপ্টম্বর বিকেল সাড়ে ৩টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত ফরিদপুর প্রেসক্লাবের সামনের মুজিব সড়কে আধাঘণ্টার কর্মসূচিতে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের বিভিন্ন এনজিওদের সমন্বয়ে বিক্ষোভ মিছিল ও মানববন্ধনে এনজিওকর্মীসহ বিভিন্ন শ্রেণি পেশার প্রতিনি-ধিরা অংশ নেন। পদক্ষেপ এর ফরিদপুর জোনের কর্মীরা এতে স্বত:স্ফুর্তভাবে অংশগ্রহন করে। মিয়ানমারের রাখাইন প্রদেশে রোহিঙ্গাদের ওপর সব ধরনের নির্যাতন, নিপীড়ন, গণহত্যা, ধর্ষণ ও অগ্নিসংযোগ বন্ধ করতে জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের জরুরি হস্তক্ষেপ কামনা করে বক্তারা বলেন, এ বর্বরতার বিরুদ্ধে বিশ্ববিবেককে জাগতে হবে। এ গণহত্যা বন্ধ করতে হবে।

ফরিদপুর ও রংপুর জোনের জোনাল ম্যানেজার পরিবর্তন

এ মাসে পদক্ষেপ এর ফরিদপুর জোনের জোনাল ম্যানেজার মোঃ তরিকুল ইসলামকে রংপুর এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জের এরিয়া ম্যানেজার নূর মোহাম্মদ তালুকদার দুলালকে ফরিদপুর জোনের জোনাল ম্যানেজার হিসেবে বদলী করা হয়েছে। এ উপলক্ষে গত ১৪ সেপ্টম্বর ২০১৭ তারিখ ফরিদপুর জোন অফিসে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জোনাল ম্যানেজারদ্বয় একে অপরকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান। এসময় প্রধান কার্যালয়ের উপ-ব্যবস্থাপক (অডিট) গৌতম চন্দ্র সরকার, জোনের আওতাধীন সকল এরিয়া ম্যানেজার ও সিনিয়র এডমিন অফিসার ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য যে, রংপুর জোনের মোঃ আব্দুল গনি চাকুরী থেকে চলে যাওয়ায় এ বদলী করা হয়েছে।

পিকেএসএফ কর্মকর্তার পদক্ষেপ এর সমৃদ্ধি কর্মসুচীর কার্যক্রম পরিদর্শন

পদক্ষেপ সমন্বিত উন্নয়ন কৌশল অবলম্বন করে কমিউনিটিভিত্তিক বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। সমৃদ্ধি কর্মসূচী তেমনই একটি সমন্বিত উন্নয়ন কৌশল অর্থাৎ HDA মডেল হিসেবে পরিচিত। যেখানে একই সাথে আর্থিক, কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং কমিউনিটিভিত্তিক বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। গত ২৫ সেপ্টম্বর তারিখে সুনামগঞ্জ সদর উপজেলার সুরমা ইউনিয়নের সৈয়দপুর, বালুচর, খৃষ্টানগরসহ বিভিন্ন গ্রামে ভিক্ষুকদের পুনর্বাসন, সমিতি ও স্বাস্থ্য কর্মসূচীর বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন পিকেএসএফ এর কর্মকর্তাবৃন্দ। পিকেএসএফ এর সহঃ ব্যবস্থাপক মোঃ ফজলে হোসাইন ও হাসান আহমেদ পরিদর্শনকালে বলেন, সমৃদ্ধি কর্মসূচী অত্র এলাকার জনসাধারণের সমন্বিত উন্নয়ন সাধনে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখছে। তাই এই কর্মসুচিকে আরও বেগবান করতে সকলের প্রতি আহবান জানান তারা। এসময় তাদের সাথে উপস্থিত ছিলেন পদক্ষেপ এর উপব্যবস্থাপক হাসানুর রহমান, কর্মসুচীর কোঅর্ডিনেটর মুজিবুল হক, স্বাস্থ্য কর্মকতা সুলতান মাহমুদ, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার বাদল হোসেন প্রমুখ।

মানব সম্পদ উন্নয়নে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

পদক্ষেপ ক্ষুদ্র অর্থায়ন কর্মসূচীর ব্যবস্থাপনা কাঠামোকে দক্ষ এবং সময়োপযোগী করার লক্ষ্যে মাঠ পর্যায় এবং প্রধান কার্যালয়ের কর্মী/কর্মকর্তাদের এ মাসে অভ্যন্তরীণ ও বহি: উৎস হতে বিষয়ভিত্তিক সর্বমোট ১৯০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এরমধ্যে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচীর কমিউনিটি ম্যানেজার পদে নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত ১০৯ জনকে বেসিক ওরিয়েন্টেশন ও ৫/৬ মাস ধরে কর্মরত ৫০ জনকে দলীয় গতিশীলতা সঞ্চয় ও ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে এবং ২৭ জন পদোন্নতির প্যানেলভুক্ত এবং কর্মরত ব্রাঞ্চ ম্যানেজারকে ব্যবস্থাপনা ও নেতৃত্ব উন্নয়ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া বহি:সংস্থা ক্রেডিট এন্ড ডেভলপমেন্ট ফোরাম (সিডিএফ) কতৃক বিভিন্ন বিষয়ে প্রধান কার্যালয়ের ৩ জন ও মাঠ পর্যায়ের ১ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

সদস্য নির্বাচন ও ঋণ বিতরণে গুরুত্ব দিলে, বকেয়া থাকবে নিয়ন্ত্রণে।

২য় বা শেষ পৃষ্ঠায় দেখুন

কর্মীর ব্যক্তিগত তহবিল থেকে কিস্তি নয়, ধরা পাড়লে আছে ভয়।

“কুলছুম ডেইরী ফার্ম” এর সফল উদ্যোক্তা পদক্ষেপ এর মিতালী মহিলা সমিতির উম্মে কুলসুম মেহেরুন্নাহার

মোছাঃ উম্মে কুলসুম মেহেরুন্নাহার, বয়স ৩৮ বছর, শিক্ষগত যোগ্যতা বি,এ পাশ। পেশা-সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষিকা। স্বামীর পেশাগত যোগ্যতা হাট ইজারাদার। মধ্যবিত্ত পরিবার। স্বামীর ইজারাদারি এবং পৈতৃকসুত্রে প্রাপ্ত ২.৫ একর অবাদি জমির আয়ের সাথে কুলসুম এর শিক্ষকতার আয় দিয়ে ৪ সন্তান, স্বামী এবং শ্বশুড়-শ্বাশুড়ি’সহ ৭ জনের মোটামুটি স্বচ্ছল পরিবার। কুলসুম এর স্থায়ী কর্মসংস্থান হলেও তার স্বামীর হাট ইজারাদারী পেশাটা স্থায়ী নয়। এ ছাড়াও শিক্ষকতার আয় আর অবাদি জমির আয়ে বর্তমান বাস্তবতায় সংসার চললেও ভবিষৎ অভাব বন্ধের স্থায়ী কোন প্রাচীর নির্মান করা ছিল না। নিজেদের নিশ্চিত আগামী এবং নতুন প্রজন্মের স্বাচ্ছন্দ্যের চিন্তায় চলতি কর্মের বাইরে আরো কিছু আয়ের আশায় ২০১৩ সালের শুরুতেই নিজের সঞ্চিত পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে একটি দেশী জাতের গাভী ক্রয় করে ‘ডেইরী ফার্মের’ গোড়াপত্তন করেন। বসত ভিটার এক পাশে ছোট্ট একটি টিনের ছাপড়া ঘরে ‘ডেইরী ফার্মের’একমাত্র সদস্যটির বসবাস।

ডেইরী ফার্মের ব্যবস্থাপনাগত কাজে একটি গরুতে যে পরিশ্রম, একাধিক গরুতেও পরিশ্রম প্রায় একই। সে ক্ষেত্রে ২০১৩ সালের প্রেক্ষাপটে নতুন করে গরু ক্রয়ে নিজস্ব মুলধন না থাকায় পুঁজি সংগ্রহের আশায় ২০১৩ সালের ২৩শে মার্চ পদক্ষেপের আর্থিক কর্মসুচির রংপুর জোনের ঘোড়াঘাট ব্রাঞ্চের আওতায়ধীন সিংড়া ইউনিয়নের দেবীপুর গ্রামের “মিতালী মহিলা সমিতিতে” এবং একই সালের এপ্রিল মাসের ৩ তরিখে ১ম দফায় ১ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহন করেন এবং নিজের সঞ্চয় ২০ হাজার টাকা মিলিয়ে ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকায় ১টি বিদেশী জাতের গাভী ক্রয় করেন। নতুন-পুরাতন মিলিয়ে দু’টি গাভীই সে বছরের শেষ নাগাদ দু’টি বাচ্চার জন্ম দেয়, ফলে প্রতিদিন প্রায় ১৫ লিটার দুধ উৎপাদন এবং ৬ শত টাকা আয়। উম্মে কুলসুম এর পরিবারকে তাদের পারিবারিক ব্যয় মেটাতে গরুর খামারের আয়কে ব্যবহার করতে হয় না ফলে খামার থেকে যা আয় হয় তার পুরো অংশই ফার্মের উন্নয়নে ব্যয় হয়। ফার্মের আয় এবং ২য় দফায় পদক্ষেপ থেকে ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে ২০১৪ সালে আরো ১টি বিদেশী জাতের গাভী ক্রয় করেন কুলসুম। বাছুর ও বড় মিলিয়ে ৫টি গরুর খামার যার দুধ বিক্রির টাকায় ঋণের কিস্তি পরিশোধ এবং গরুর খাদ্য, পরিচর্যার ব্যয় নির্বাহে আলাদা কোন পুঁজির প্রয়োজন হয়না। যার ফলে গো-খামারের প্রসার ঘটাতে পদক্ষেপ এর ঋণই যথেষ্ট সহায়ক।

২০১৫ সালে ৩য় দফায় আবারো ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে গরু ক্রয়। ২০১৬ ও ২০১৭ সালে ৪র্থ দফা ও ৫ম দফায় ১ লক্ষ ৫০ হাজার করে ঋণ নিয়েও গরু ক্রয় করে খামার বড় করে। ৫ দফায় মোট ৬ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা ঋণ গ্রহন করে বর্তমানে খামারে গরুর সংখ্যা ১২টি যার মধ্যে বাছুর ৪টি। ৪টি গরু প্রতিদিন প্রায় ৮০ লিটার দুধ দেয়। বাজার দরে দুধের বিপরীতে প্রতিদিন আয় ৩,২০০/-টাকা। ৮টি বড় গরুর বর্তমান বাজার মুল্য প্রায় ১২ লক্ষ টাকা এবং ৪টি বাছুর গরু যা বছরান্তে প্রায় ৪ লক্ষ টাকায় বিক্রয়যোগ্য। পরিবারের অন্যান্য সম্পদ বাদ দিয়ে শুধুমাত্র ডেইরী ফার্মের মুলধন (গরু এবং খামার বাড়ির ঘর/সেড মিলিয়ে) এখন প্রায় ২০ লক্ষ টাকা। সেখানে ২০১৩ সালে উম্মে কুলসুমের নিজস্ব পুঁজি ছিল মাত্র ২০ হাজার টাকা। নিয়মিত ৪টি গরুর দুধ বিক্রয় এবং প্রতি বছর উৎপাদিত ৪টি বাছুর গরু ইত্যদি থেকে প্রতি বছর এই খামার থেকে আয় প্রায় ১৫ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা। এছাড়াও গো-মল থেকে বায়োগ্যাস ও জৈব সার বাড়তি আয়। গো-খাদ্য ক্রয়, চিকিৎসা, ২ জন নিয়মিত শ্রমিকের বেতন এবং অন্যান্য খরচ বাদ দিয়েও গত অর্থবছরে কুলসুম এর এই খামারে নীট লাভ প্রায় ৭ লক্ষ টাকা।

শিক্ষকতার বাইরে যে সময়টুকু পাওয়া যায় তার পুরোটাই ব্যয় হয় গো-খামারের ব্যবস্থপনাগত পরিচালনায়। স্বামীর অনির্ধারিত শ্রম এবং সার্বক্ষনিক ২ জন কর্মীর শ্রমে গড়া খামারের ঈর্ষনীয় লাভ সংসার জীবনে স্বচ্ছলতা এবং স্থায়ী সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে অনেক গুন। ৪ সন্তানের সবাই স্থানীয় অভিজাত স্কুলের শিক্ষার্থী। নিজ সংসারের আর্থিক ভীতকে মজবুত করা এবং সন্তানদের সুশিক্ষায় শিক্ষিত করার মধ্য দিয়ে সমাজে স্বাবলম্বী নারী উদ্যোক্তা হিসাবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন পদক্ষেপ এর সদস্য মোছাঃ উম্মে কুলসুম মেহেরুন্নাহার। যার সাফল্যে সহযোগী হিসাবে কাজ করছে পদক্ষেপ মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র।

রেমিটেন্স কার্যক্রমের লেনদেন

সেপ্টম্বর ২০১৭ মাসে ১৬৬টি ব্রাঞ্চের মাধ্যমে মোট ১১১৩ জন গ্রাহককে রেমিটেন্সের অর্থ প্রদান করা হয়েছে। অর্থ লেনদেনের পরিমান ৩,৩৯,১১,৫৫৬ টাকা। এপর্যন্ত পদক্ষেপ মোট ৮৩,৩১৬ জন গ্রাহককে ২১৯,১৫,৭২,৬০০ টাকা রেমিটেন্সের অর্থ প্রদান করেছে। উল্লেখ্য যে, ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের সাথে পদক্ষেপ দেশব্যাপী মানিগ্রাম, ট্রান্স-ফাস্ট, এক্সপ্রেস মানি, সিবিএল মানি ট্রান্সফার, ইজেড রেমিট, ইনস্ট্যান্ট ক্যাশ, রিয়া’সহ মোট ২৮টি এক্সচেঞ্জ হাউজ/প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে দ্রুততম সময়ে বিদেশ হতে প্রেরীত রেমিটেন্স গ্রাহকের হাতে পৌঁছে দিচ্ছে। এছাড়াও রেমিটেন্স গ্রাহকদের মাঝে ছাতা বিতরণের ধরাবাহিকতায় চট্রগ্রাম দক্ষিন জোনস্থ সাতকানিয়া এরিয়ার আওতাধীন বাঁশখালী সদর ব্রাঞ্চের রেমিটেন্স সদস্য মো: দিদারুল আলমকে ছাতা উপহার দিয়েছেন অত্র ব্রাঞ্চের ব্রাঞ্চ ম্যানেজার মৃদুল চৌধুরী।

পদক্ষেপ এর বিভিন্ন পর্যায়ে নিয়োগ

এ মাসে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচীর মাঠ পর্যায়ে সি.এম পদে ১৮ জনকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। এরমধ্যে ঢাকা জোনে ৮ জন, ময়মনসিংহ জোনে ২ জন, বি-বাড়িয়া জোনে ৩ জন এবং দিনাজপুর জোনে ৫ জনকে নিয়োগ দেয়া হয়।

কর্মী কল্যান তহবিল, সিপিএফ ও অনুদান প্রদান

সেপ্টম্বর ২০১৭ মাসে ২৯ জন কর্মীকে সিপিএফ এর মোট ১৮,০২,৮৩১/- টাকা এবং ২৮ জন কর্মীকে কল্যান তহবিলের মোট ১,১১,৯০০/- টাকা ফেরত প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া কর্মী স্বেচ্ছা সঞ্চয় ও বীমা প্রোগ্রাম থেকে ৩১ জনকে ২,৮২,৪০০/- টাকা ফেরত প্রদান এবং কর্মী কল্যাণ তহবিল থেকে এ মাসে ১১ জনকে ১,৬২,৮০৮/- টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

দেখে শুনে ঋণ দিবো, দিলের খুশি দিলে আনবো।

যে ন্যায়ের পক্ষে, সে সত্যের পক্ষে

পাবলিকেশন ও ডকুমেন্টেশন সেকশন কর্তৃক প্রণয়নকৃত মাসিক ই-নিউজে আপনার আওতাধীন কার্যক্রমের প্রতিমাসের গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ পরবর্তী মাসের ৫ তারিখের মধ্যে zahid@padakhep.org ই-মেইলে জমা প্রদানের আহবান করা হলো।

নিজে সৎ থাকুন অন্যকে সৎ থাকতে সাহায্য করুন

ই-নিউজ পড়ুন পদক্ষেপ এর সমসাময়িক ঘটনাবলী জানুন এবং ইমেইলের মাধ্যমে আপনার মতামত প্রদান করুন।